সংবাদ

তারিখ 16 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

শিক্ষা বোর্ডগুলোর ক্ষমতা সঙ্কুচিত হচ্ছে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমোদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নবায়ন এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান সংক্রান্ত শিক্ষা বোর্ডগুলোর ক্ষমতা সঙ্কুচিত হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেয়া সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্তে এসব দায়িত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডগুলোর ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মো. আনোয়ারুল হককে পাঠানো ফ্যাক্স বার্তায় বলা হয়েছে, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন, নবায়ন এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলো এখন থেকে সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না। এক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ নেয়ার জন্য কনসালটিং ফার্ম নিয়োগ করতে হবে। আগে এসব কাজ করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় এবং কলেজ পরিদর্শকরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পর রিপোর্ট দেয়ার যে দায়িত্ব পালন করতেন, সেটি এখন থেকে নিয়োগকৃত কনসালটিং ফার্ম করবে। এক্ষেত্রে কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের যোগ্যতার কথাও ফ্যাক্স বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়োগ পাওয়া ওই কনসালটিং ফার্মের দেয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন, নবায়ন এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবে শিক্ষা বোর্ড।

নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র বলেছে, বিশ্বব্যাংকের চাপে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা খাতে বিশ্বব্যাংকের দেয়া প্রায় ১শ' কোটি টাকা অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের এ বিষয়টি জুড়ে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মো. আনোয়ারুল হক বলেন, আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠি তিনি পেয়েছেন। এখন ৭ শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ২/১ দিনের মধ্যে কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের ব্যাপারে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে বলে তিনি জানান।

এদিকে মন্ত্রণালয়ের এ নতুন সিদ্ধান্তকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আরও একধাপ জটিলতা বৃদ্ধি বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির বরিশাল শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মহসিন-উল-ইসলাম হাবুল। তিনি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আগে অনুমোদন কিংবা নবায়নের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শিক্ষা বোর্ডের কাছে ধরনা দিতে হতো। কিন্তু এখন ধরনা দেয়ার দরজার সংখ্যা আরও একটি বাড়লো।